আলমডাঙ্গার প্রাগপুরের পূর্বশত্রুতার জের ধরের মারামারী ; থানায় মামলা

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক জনকে রক্তাক্ত জখম করেছেন প্রতিবেশীরা। এ ব্যাপারের আহত জামাল বাদশা থানায় বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের নিয়াজ উদ্দিনের ছেলে জামাল বাদশার সাথে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলাহল চলছে। সেই সূত্র ধরে গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার সময় জামাল বাদশার সাথে হাসেম আলীর ছেলে সাদ্দাম হোসেনের রাস্তার উপর কথা কাটাকাটি হয়।

এক পর্যায় সাদ্দান হোসেন ও তার চাচাতো ভাই জুলহাস তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, এখান থেকে চলে যা তা না হয়ে মেরে তাড়ানো হবে। এর প্রতিবাদ করলে সাদ্দাম ও জুলহাস জামাল উ্◌িদ্দনকে মারধর করে। পরে জালাম উদ্দিন দৌড়ে বাড়ি পৌঁছালে সাদ্দামসহ তার পরিবারের সদস্যরা রড, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জামাল উদ্দিনের বাড়িতে হামলা করে। বাড়ি ভাংচুর সহ জামাল ও তার মাকে মারধর করে।

এ ব্যাপারের জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাদ্দাম, হাসেম উদ্দিন, জুলহাস, আবেদ, রশিদুল, তুহিন, সাইদুলসহ সাত জনের নাম উল্লেখ্য করে অভিযোগ দায়ের করে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে একটি শত্রুতা চলে আসছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বাকবিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। সেই শত্রুতার জের ধরে দুই পরিবারের মধ্যে মারামারীর ঘটনা ঘটে।

গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার আগে জামাল সাদ্দামের সামনে নিজ মোটর সাইকেলে জোরে চালালে পাশের দোকানের মানুষ নিষেধ করলের জামাল বলেন যার বাপের আছে সেই তো চালাবে। এমন কথা বললে সাদ্দাম বলেল কথা ভালো ভাবে বল। এক কথা দুই কথা তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। আহত জামাল ও তার মাকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীকে উত্যক্ত, শ্রীঘরে সাহাবুল

প্রতিবেশী সাহাবুলের একের পর এক কুপ্রস্তাবে অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে বাধ্য হল আলমডাঙ্গার শ্রীনগর গ্রামের প্রবাসী রাহুল লস্করের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন (৪০)। এর পরপরই পুলিশ সাহাবুলকে আটক করে।

সাহাবুল (৩০) জামজামী ইউনিয়নের শ্রীনগর গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে। সে নিয়মিত বুলবুলি খাতুনকে উত্যক্ত করে আসছিল।

বুলবুলি খাতুন জানান, তার স্বামী রাহুল লস্কর ও বড় ছেলে সালমান মালেশিয়ায় প্রবাস জীবন-যাপন করছেন। তিনি ছোট ছেলে ফরিদকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগে সাহাবুল তাকে প্রায় কুস্তাব দিতে থাকে।

তিনি এতে রাজি না হওয়ায় সাহাবুলের উত্যক্ততা আরও বহুগুনে বেড়ে যায়। সে রাত-বিরাতে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে। মঙ্গলবার রাতে জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্ত প্রতিবেশীরা সাহাবুলের কান্ড দেখে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

পরদিন বুধবারে বুলবুলি থানায় এসে সাহাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ আমলে নিয়ে সাহাবুলকে আটক করে।

সত্তর বছরের আ.লীগ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে

দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে যে পরিবারটির সদস্যরা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে লালিত-পালিত হয়ে মুজিব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে অগ্রনী

ভুমিকা পালন করে আসছিলেন সেই পরিবারটির সদস্যরাই এখন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের কারনে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নজুড়ে এই পরিবারটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও তা ক্রমান্বয়ে ছেটে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। এরই মধ্যে এই পরিবারের সদস্য খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডলের কাছ থেকে সভাপতির পদটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দীর্ঘ বছর ধরে থাকা স্কুল কমিটির সভাপতির পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসব অভিযোগগুলো করছিলেন আব্দুল হালিম মন্ডল।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন আওয়ামী লীগের এই ত্যাগী নেতা। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি রদিদুল ইসলাম।

আব্দুল হালিম মন্ডল বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামীলীগের জন্মের সময়ে খাদিমপুর ইউনিয়নে প্রথম দলটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তার আপন ফুফাত ভাই কমলাপুরের নুরুদ্দিন মাস্টারকে। তিনি দীর্ঘ বছর সভাপতি হিসেবে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তারই ছোট ভাই সফিউদ্দিনকে। তিনিও দীর্ঘ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সবশেষে ৯৭ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল। তিনি ১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট করায় জেলা নেতৃত্বের রোষানলে পড়েন আব্দুল হালিম মন্ডল। এরপর তার কাছ থেকে একে একে দলীয় সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকলেও পদে পদে হচ্ছেন বাঁধাগ্রস্ত।

আব্দুল হালিম মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর তিনি আবারও কুষ্টিয়া ল‘কলেজে ভর্তি হন। কিন্ত পরিবারের আহ্বানে তাকে খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। তিনি দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরআগে তার বড় ভাইও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হালিম মন্ডল বলেন, তিনি দিনে দিনে পুরো ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের

রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘ বছর ধরে সার্বক্ষনিক জনগনের মাঝে থাকায় মানুষের ভালবাসায় নিজেকে করে তুলেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তিনি বলেন, তার এই জনপ্রিয়তাই রাজনীতিতে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন লোককে দিয়ে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি। খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি।

আলমডাঙ্গায় ফুর্তি করতে গিয়ে গ্যাঁড়াকলে চার বখাটে

একটি মেয়ে নিয়ে নির্জন মাঠের ভেতর ফুঁর্তি করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে চার যুবক। মেয়েটির সাথে চুক্তি করা হয়েছিল তাকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে তারা মেয়েটিকে দেয় ৭শ টাকা। আর শেষ পর্যন্ত এই প্রতারনার খবর পুলিশে গিয়ে গড়ায়। প্রতারক চার যুবককে জেলে যেতে হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার জামজামী গ্রামে।

পুলিশ জানায়, জামজামী গ্রামের হান্নানের ছেলে রুহুল, মোজাম্মেল মালিথার ছেলে শিপন, রবজেলের ছেলে মিরাজুল ও মতিয়ার রহমানের ছেলে সোহেল এলাকার বখাটে। তারা ফুঁর্তি করতে কালিদাসপুর গ্রামের সফিউদ্দিনের মেয়ে নাসরিনের (ছদ্মনাম) সাথে তিন হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়।

এই চুক্তিতে চার বখাটে সোমবার রাতে নাসরিনকে জামজামীর নির্জন মাঠে নিয়ে যায়। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে চারজন নাসরিনকে টাকা দেয় ৭শ। এতে সে আপত্তি করলে মেয়েটিকে মাঠের ভেতর রেখেই তারা যার যার মত বাড়িতে চলে যায়। এবং যার যার মত সবাই তার তার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে।

মেয়েটি এরপর পায়ে হেটে মাঠের অন্ধকার ছেড়ে জামজামী বাজারে আলোর রাস্তায় এসে পৌছে। বাজারে তার সাথে দেখা হয় এক নৈশ প্রহরীর। গভীর রাতে বাজারের রাস্তায় মেয়েটিকে একা দেখে নৈশ প্রহরী

জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর সে মেয়েটিকে জামজামী পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলিশ সব শুনে রাতেই বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা রুহুল, শিপন, মিরাজুল ও সোহেলকে একে একে তুলে নিয়ে আসে। ক্যাম্প মঙ্গলবার সকালে তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করে। চারজনের নামে মামলা দিয়ে মঙ্গলবারে তাকে জেল হাজতে পাঠাপনো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গার মাদক ব্যবসায়ী সেতু ফেন্সিডিলসহ আটক

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা বাজার থেকে মাদক ব্যবসায়ী সেতুকে ৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে বাজারের বিজয়ের কফি হাউজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

সেতু মোড়ভাঙ্গা গ্রামের বাচ্চ মিয়ার ছেলে। সে ফেন্সিডিল নিয়ে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। সংবাদ পেয়ে থানার এসআই সফিকুল ইসলাম, এসআই জামাল উদ্দিন ও এএসআই শাহাবুদ্দিন লস্কর সেতুর জন্য আগে থেকেই ওঁত পেতে থাকে। সে এলেই তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছে ৮ বোতল ফেন্সিডিলের একটি ব্যাগ পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, সেতু বাইরের এলাকা থেকে ফেন্সিডিলের চালান এনে এলাকায় বিক্রি করে আসছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে ৮ বোতল ফেন্সিডিল নিয়ে সে কারো কাছে দিতে ওই দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল। এ সময় তাকে আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সেতুর নামে মাদক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আলমডাঙ্গার পাইলট ও আল-ইকরা একাডেমীর সাফল্য

এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়ার পর ঢাকার নটরডেম ও সেন্ট জোসেফ কলেজে মেধা তালিকায় এইচএসসিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে আলমডাঙ্গার চার কৃতি শিক্ষার্থী। চলতি অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষায় এই চার শিক্ষার্থী একই সাথে ঢাকার নটরডেম, সেন্ট জোসেফ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।

নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া রোহান কলেজপাড়ার রাকিবুল ইসলাম তুহিনের ছেলে, নোবেল বাবুপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং রাইসুল মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হকের ছেলে। রাইসুল ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ঢাকার সেন্ট জোসেফ কলেজে। এই তিনজনই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর সাকিব আহমেদ আলমডাঙ্গার অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষার্থী। সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে নটরডেম কলেজে।

অপরদিকে, সারা বছর প্রচার প্রচারনায় থাকা ব্রাইট মডেল স্কুলের কোন শিক্ষার্থী বরাবরের মত এবারও কোন নামকরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। এ বিষয়ে শহরের চায়ের দোকানগুলোতে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে স্কুলের পড়াশোনার মান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। চলছে আলোচনা ও সমালোচনা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর ছাত্র সাকিব আহমেদ ক্লাস ফাইভ, এইট ও এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে এইটে উপজেলার সেরা ও এসএসসিতে জেলার সেরা মেধা তালিকায় স্থান পায়। সাকিব এসএসসিতে আবার বোর্ডের ট্যালেন্টপুলেও বৃত্তি পেয়েছে।

পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহান, নোবেল ও রাইসুল তিনজনই ক্লাস ফাইভ ও এইটে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পায়। এসএসসিতেও রোহান ও নোবেল বোর্ডের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

সাকিব জানায়, সে আগামীতে দেশসেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। পড়তে চায় বুয়েটে।

রোহান ও নোবেল এই দুইজনও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তারাও বুয়েটে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছে। অপরদিকে, রাইসুল হতে চায় ডাক্তার।

করোনা ভীতি উপেক্ষা, আলমডাঙ্গায় ঠান্ডুর জানাজায় শত শত মানুষ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আশাবুল হক ঠান্ডুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় বড়বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় করোনা ভীতি উপেক্ষা করে শত শত মানুষ অংশ নেয়।

আশাবুল হক ঠান্ডুর জানাজায় অংশ গ্রহন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর,

জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি খোস্তার জামিল, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমেন হাসান হেজায়ার্দ্দার অনিক, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, কাজি খালেদুর রহমান অরুন, খাদিমপুর ইউপির চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সচিব ও আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম।

এরআগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আশাবুল হক ঠান্ডু বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে মৃত্যুবরন করেন। তার লাশ গভীর রাতে এসে পৌছায় আলমডাঙ্গার বড়বোয়ালিয়ায় গ্রামের বাড়িতে। তার

লাশ দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শুক্রবার সকাল ১০ টায়।

এদিকে, সকাল ১০ টার আগেই বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মানুষ জানাজার স্থানে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার নেতাকর্মীরা। নিহত ঠান্ডুর নিজের ও আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ করোনা ভীতি উপেক্ষা করে জানাজায় অংশ নিতে দেখা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই বড়বোয়ালিয়া স্কুল মাঠ ও পাশের খোলা জায়গা মানুষে ভর্তি হয়ে যায়।

প্রথমদিকে, থানার ওসি আলমগীর কবীর মাইকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্ত অতিরিক্ত মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত জানাজায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী এই আদেশ দেন।

মাদক ব্যবসায়ী হলেন, উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ। দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের আসাননগর কপাটের কাছে থানার এসআই সুফল ও এএসআই কামরুল ইসলাম ওঁৎ পেতে থাকেন। মাদক ব্যবসায়ী কৌশল অবলম্বন করে নেশা জাতীয় ইনজেকশন বিক্রির সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

নেশা জাতীয় ইনজেকশন ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১৫ দিনের করে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আশাবুল হক ঠান্ডু ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত হাজি সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী-দুই ছেলেসহ দলীয় নেতাকর্মী ও অসংখ্য শুভাকাংখি রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে বড়বোয়ালিয়ার তাঁর নিজ বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় এই নেতা। জ্বর-ঠান্ডা ও শ্বাস কষ্ট অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মরনঘাতি করোনার কাছে হার মেনে নেন। সর্বমহলে জনপ্রিয় এই নেতার জীবন অকালে করোনা কেড়ে নেয়।

জনপ্রিয় এই নেতার মৃত্যু খবর বিকেলে আলমডাঙ্গাসহ তাঁর নিজ ইউনিয়ন ভাংবাড়িয়ার হাটবোয়ালিয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা।

জানা গেছে, নিহত আশাবুল হক ঠান্ডুর সোহাগ ও সোহান নামের দুইটি ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে সোহাগ এমবিএ শেষ করে ঢাকার একটি

কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছে। ছোট ছেলে সোহান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে। তারা তাদের স্বনামধন্য পিতাকে অকালে হাঁরিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

নিহত ঠান্ডুর চাচাত ভাই আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম জানান, লাশ বাড়িতে এসে পৌছতে গভীর রাত হয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় লাশ জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

এদিকে, আশাবুল হক ঠান্ডুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেখ শামসুল আবেদীন খোকন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময়

থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।